পরিচালনা পর্ষদের প্রতিবেদন
Report of the Board of Directors

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম
সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ
আস্‌সালামু আলাইকুম,

সফকো স্পিনিং মিলস্ লিঃ এর ২৬তম বার্ষিক সাধারণ সভায় আপনাদেরকে পরিচালনা পর্ষদের পক্ষ থেকে এবং আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে শুচ্ছেছা ও স্বাগতম। এই পেনডেমিক কোভিড-১৯ এর মাঝে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিয়ে আপনাদের সদয় উপস্থিতি আমাদেরকে আনন্দিত করেছে এবং এই সভাকে পূর্ণতা দান করার জন্য। আমি আপনাদের সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই সাথে আমি ৩০ জুন ২০২০ইং সমাপ্ত ১২ মাসের নিরীক্ষকের প্রতিবেদন সহ নিরীক্ষিত হিসাব ও কোম্পানীর বাৎসরিক কার্যক্রমের উপর পরিচালনা পর্ষদের প্রতিবেদন উপস্থাপন করছি।

শিল্প সম্পর্কিত অবহিতিঃ

বাংলাদেশ একটার পর একটা উন্নতির সোপান পেরিয়ে আজ একটি উন্নয়নশীল দেশে পরিনত হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে উল্লেখযোগ্য পরিমানে বস্ত্র সামগ্রীর রপ্তানীর সাথে সাথে দেশের কাপড়ের আভ্যন্তরীন চাহিদাও বেড়ে চলেছে। সফ্‌কো স্পিনিং মিলের উৎপাদিত বিভিন্ন কাউন্টের সুতা দেশের স্থানীয় বুনন ও পোষাক শিল্পে ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে উন্নত গুনগত মান সম্পন্ন সুতার প্রতিযোগিতামূলক বাজারে নিজের অবস্থান দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে সফকো স্পিনিং মিল স্থানীয় বাজারে সুতা সরবরাহ করে আসছে।

সম্মানীত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দঃ-

আপনারা ভালভাবেই অবগত আছেন যে, সফ্‌কো স্পিনিং মিলের পুরানো মেশিনগুলোর সংস্কার ও পরিবর্তন করার লক্ষ্যে ২২তম, ২৩তম, ২৪তম সাধারণ সভায় আপনাদের অবহিত করে এবং আপনাদের মতামত ও পরামর্শ নিয়ে বিভিন্ন ব্যাংক বিশেষ করে ব্যাংক এশিয়া এর আর্থিক সহযোগিতা নিয়ে এবং প্রিমিয়ার ব্যাংকের সহায়তা নিয়ে মিলের অনেক পুরানো মেশিনের পরিবর্তে নূতন মেশিন ক্রয় করা হয় এবং অনেক পুরানো মেশিনের সংস্কার ও রি-কন্ডিশনিং করা হয়।

মিলে নুতন মেশিনারী যথা- একটি আধুনিক ব্লো রুম, ২টি সিমপ্লেক্স ফ্রেইম ও ৮০টি নূতন স্পিনিং ফ্রেইম ক্রয় করে মিলে সংযোজন করা হয়েছে। সকল কাজ জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী, মার্চ ও এপ্রিল ২০১৯ সনে শেষ হয়েছে। নতুন মেশিন এর অনেকগুলির স্থাপনার স্থান সংকুলানের জন্য মিলে ১৮,০০০ বর্গফুটের একটি নুতন শেড / বিল্ডিং এর নির্মাণ করা হয়েছে। এই নব নির্মিত ফ্যাক্টরী শেড এ উৎপাদন যথার্থ রাখার জন্যে একটি নূতন এসি প্লান্ট এর প্রয়োজনীয় মেশিনারীর ও ডাক্ট ম্যাটেরিয়াল সংস্থাপন করা হয়েছে।

নূতন মেশিনের সংযোজন সহ বাকী মেশিনের বিএমআরই করার পর মেশিনের কর্ম দক্ষতা ও মিলের উৎপাদন ক্ষমতা বেড়েছে। মিলের বিএমআরই এবং নুতন মেশিনারীর কাজ সমাপ্ত করে ২০১৯ সালে যখন মিল হইতে সুফল পাওয়া শুরু হওয়ার কথা ঠিক তখনই সুতার স্থানীয় বাজারে অকল্পনীয় মন্দার কারনে মিলের উৎপাদন ব্যাহত হওয়া শুরু হয় যাহা ২০২০ সনের জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত প্রলম্বিত হয়।

বিগত এক বৎসরের বেশী সময় ধরে স্থানীয় বাজারে সুতার দাম ক্রমাগত হ্রাস পাওয়ায় আমরা সুতার প্রত্যাশিত মূল্য হইতে অনেক কম মূল্য পেয়েছি। উৎপাদন অপেক্ষা কম মূল্যে সুতা বিক্রয়ের কারনে মিলগুলি আর্থিক লোকসান দিয়ে পরিচালিত হচ্ছিল, এরই ফলশ্রুতিতে মিলের পক্ষে ব্যাংক সহ সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দায়দেনা পরিশোধে অপারগতা সৃষ্টি হয়েছে। এক বৎসর উপর্যোপরি লোকসান দিতে দিতে কোম্পানীর মূলধন নি:শেষিত হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। কোম্পানীর বিক্রয়লব্দ আর্থিক আমদানি ব্যাহত হওয়ায় বিভিন্ন ব্যাংকের কিস্তির অর্থ অপরিশোধিত থেকে গেছে।

এই বিপজ্জনক পরিস্থিতি অবসানের পূর্বেই অকস্মাৎ বিশ্বজোড়া মহামারী কোভিড-১৯ এর আগমন ঘটায় দেশের অর্থনীতির সাথে টেক্সটাইল সেক্টর আরো বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। কোভিড-১৯ এর কারনে মিল মার্চ ২০২০ হতে কয়েক মাস বন্ধ রাখতে হয়। জুন ২০২০ সন হতে স্বল্প আকারে মিল চালু করার ব্যবস্থা করা হয়। এ সময় শ্রমিক কর্মচারীদের বেতন সহ সকল খরচপত্র মিলকে বহন করতে হয় যদিও মিল উৎপাদন ও বিক্রয় জনিত আয় হতে মিল বঞ্চিত থাকে। ফলে বছর শেষে কোম্পানীর লোকসানের পরিমান আরো বেড়ে যায়। ব্যাংকের অপরিশোধিত অর্থের পরিমান ও অনেক বেড়ে গেছে। ফলে আর্থিক লোকসানের কারনে এ বৎসর কোন ডিভিডেন্ড দেওয়া সম্ভব হয় নাই।

শিল্পের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

২০১৯ সনের প্রথমে বাজারে মহামন্দা জনিত কারনে বস্ত্রেও চাহিদা ও মূল্য কমে যাওয়ার কারনে দেশের অন্যান্য স্পিপিং মিলের মত আমাদের প্রতিষ্ঠান ও সংকটের সম্মূখীন হয়। এরপর কোভিড-১৯ মহামারীর কারনে বেশ কয়েক মাস মিল বন্ধ রাখতে হয়, বাজার ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় কেনা বেচা ও বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারনে বাজার সংকুচিত হয়ে যাওয়ায় মিলের বাৎসরিক উৎপাদন মারাত্মক ভাবে কমে যায়। স্বাভাবিক কারনে এ বৎসর মিলের লোকসানের পরিমান অনেক বেড়ে যায়। বর্তমানে মিলের কর্তৃপক্ষ সাশ্রয় ও বিভিন্ন পন্থায় খরচ কমিয়ে লোকসানের পরিমান কমানোর প্রচেষ্টা নিয়ে যাচ্ছেন।

নুতন মেশিনারী বসানো এবং বিএমআরই করার পর মিলের উৎপাদন ও বেড়েছে, সুতার গুনগত মান ভাল হয়েছে। কিন্তু কোভিড-১৯ এর প্রভাবে এ বৎসর এর সুফল হতে আমরা বঞ্চিত হয়েছি। তবে আশা করি ইনশাল্লাহ কোভিড-১৯ এর অনিশ্চয়তা শেষ হওয়ার পর মিলের উৎপাদন বৃদ্ধি ও লাভজনক ব্যবসার সম্ভাবনা আছে। তবে বলে রাখা ভাল যে মিলের উৎপাদনকে আরো সু সংহত করার জন্য মিলের সু সময়ে আরো কয়েকটি অটোকোনার, কার্ডিং মেশিন এবং গ্যাস জেনারেটর সংযোজন করলে ভাল হবে।

খাতওয়ারী অথবা পণ্যভিত্তিক ফলাফলঃ

সফকো স্পিনিং মিলস লিঃ এর ব্যবসা কার্যক্রম পণ্য এবং সেবা বা অবস্থানের বৈচিত্রের মধ্যে কোন পার্থক্য না থাকায় খাতওয়ারী অথবা পণ্যভিত্তিক ফলাফল বর্ণনা করা হয় নাই।

ঝুকি ও উদ্বিগ্নতাসমূহঃ

১। মহামারী, পেনডেমিক এর ঝুকি বিদ্যমান।

২। মিলের উৎপাদন সরাসরি আমদানীকৃত কাঁচামাল তুলা ও পলিয়েষ্টার ফাইবার এর উপর নির্ভরশীল। তুলা ও পলিয়েষ্টার ফাইবার উভয় এর মূল্য আন্তর্জাতিক বাজারে যে কোন সময় পরিবর্তনশীল, সেহেতু মিলের উৎপাদন ও লাভ লোকসান আমদানীকৃত কাঁচামালের মূল্য তারতম্যের কারনে সর্বদা কিছুটা ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকে।

৩। দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, সামাজিক নিরাপত্তার অনিশ্চয়তা ইত্যাদি পরিস্থিতির কারনে দেশের সকল শিল্পকে ঝুঁকি ও উদ্বিগ্নতার মধ্য দিয়ে কর্মকান্ড পরিচালনা করতে হয়।

৪। এ ছাড়া বিদ্যুৎ ও গ্যাস ঘাটতি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারী এবং ফসল তোলার সময়ে শ্রমিকের অনুপস্থিতির ফলশ্রুতিতে মিলের উৎপাদন বিঘ্নিত হতে পারে এবং তহবিল ব্যয় বেড়ে যেতে পারে।

৫। শিল্প খাতে বিদ্যুৎ ও গ্যাসের মূল্য ক্রমাগত বাড়ছে। এ ছাড়া শ্রমিক কর্মচারীদের বেতন ভাতা বছরে বছরে বাড়ছে। এতেও তহবিল ব্যয় বাড়ছে। শিল্পের ঝুঁকি ও উদ্বিগ্নতাসমূহ সরকারের গৃহিতব্য নীতি নির্ধারনের উপরও যথেষ্ট মাত্রায় নির্ভরশীল। এমতাবস্থায় অন্যান্য স্পিনিং মিলের মত সফকো স্পিনিং মিলকেও এ সকল ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তাকে মেনে নিয়েই এগিয়ে যেতে হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও এগিয়ে যেতে হবে ইনশাল্লাহ্।

বিক্রিত পণ্যের ব্যয় বিশ্লেষণ, মোট প্রান্তিক মুনাফা এবং নীট প্রান্তিক মুনাফা:

বিবরণ	৩০ জুন, ২০২০	৩০ জুন, ২০১৯
বিক্রিত পণ্যের ব্যয়	(৩৪৫,৫৮৩,৫৮৩)	৪১৬,৮৪৭,৬৪১
মোট মুনাফা	(১৩,৮১২,০৪০)	১৩১,৪৬৫,৭৪৭
নীট মুনাফা	(১৭০,৫১২,০৪৬)	(১৪,৫৪৭,৯৬৩)

অস্বাভাবিক লাভ বা ক্ষতিঃ

বার্ষিক প্রতিবেদনের হিসাবের নোট নং- ২৩ এ অস্বাভাবিক লাভ বা ক্ষতি বর্ণনা করা হয়েছে।

আন্তঃসম্পর্কিত কোম্পানীর লেনদেন সমূহঃ

আন্তঃসম্পর্কিত লেনদেনসমূহ কোন বিশেষ সুবিধা ব্যতীত আর্ম লেন্থ ব্যাসিস এ সম্পন্ন করা হয়েছে।

বার্ষিক প্রতিবেদনের হিসাবের নোট নং ৩০ এ আন্তঃসম্পর্কিত কোম্পানীর লেনদেন সমূহ বর্ণনা করা হয়েছে।

পাবলিক ইস্যু অথবা রাইট ইস্যু হতে প্রাপ্ত তহবিলের ব্যবহারঃ

এ বছর কোন পাবলিক ইস্যু অথবা রাইট ইস্যু হয় নাই।

ইনিশিয়াল পাবলিক অফারিং (আইপিও), রিপিট পাবলিক অফারিং (আরপিও), রাইট অফার, ডাইরেক্ট লিষ্টিং ইত্যাদি অর্থ বা তহবিল প্রাপ্তির পর কোম্পানীর আর্থিক অবস্থাঃ

ইনিশিয়াল পাবলিক অফারিং (আইপিও) সম্পন্ন হয়েছে ১৯৯৮ সালে। পরবর্তীতে কোন রিপিট পাবলিক অফারিং (আরপিও), রাইট অফার,ডাইরেক্ট লিষ্টিং ইত্যাদি করা হয় নাই।

বার্ষিক আর্থিক বিবরণী এবং ত্রৈমাসিক আর্থিক অবস্থার বিবরণীর মধ্যে পার্থক্যঃ

বার্ষিক আর্থিক বিবরণী এবং ত্রৈমাসিক আর্থিক অবস্থার বিবরণীর মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়-

- চতুর্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনে বিক্রয় হিসাবে প্রদর্শিত হয় ১,০৬,৮৩,৬১৭ টাকা, যেখানে শেয়ার প্রতি অর্জন দাড়ায় ০.৩৬ টাকা। কিন্তু প্রথম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনে বিক্রয় হিসাবে প্রদর্শিত হয়েছিল ১৩,৫১,৪৬,৯০১ টাকা। যেখানে শেয়ার প্রতি অর্জন ছিল ৪.৫১ টাকা।
- চতুর্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনে বিক্রয় (১২,৪৪,৬৩,২৮৪)হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও শেয়ার প্রতি অর্জন (৪.১৫) টাকাহ্রাসের কারন হচ্ছে-
- বিক্রিত পণ্যেও ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়া
- প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদি।

স্বতন্ত্র পরিচালক সহ পরিচালকদের পারিশ্রমিকঃ

বার্ষিক প্রতিবেদনের হিসাবের নোট নং ৩৫ এ স্বতন্ত্র পরিচালক সহ পরিচালকদের পারিশ্রমিক বর্ণনা করা হয়েছে।

আর্থিক প্রতিবেদনের উপর পরিচালকগণের বিবৃতিঃ

ক) সফকো স্পিনিং মিলস লিঃ এর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত আর্থিক বিবরণীতে কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা, কার্যক্রমের ফলাফল, নগদ প্রবাহ এবং মূলধনের পরিবর্তন সঠিকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

খ) কোম্পানীর হিসাব বহি সমূহ যথাযথ ভাবে সংরক্ষন করা হয়েছে।

গ) আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতিতে যথোপযুক্ত হিসাবনীতি সমূহ ধারাবাহিক ভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে এবং হিসাব গত পরিমাপক সমূহ যুক্তিযুক্ত ও বিচক্ষন সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত।

ঘ) ইন্টারন্যাশনাল একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড (আইএএস) যা বাংলাদেশে প্রযোজ্য তা অনুসরণ করে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা হয়েছে এবং কোথাও কোন ব্যত্যয় থাকলে তা যথাযথ ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।

ঙ) অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সুসংহত কার্যকর ভাবে বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষন করা হয়েছে।

চ) কোম্পানীর চলমান অস্তিত্বের সামর্থ্যের ক্ষেত্রে কোনরূপ তাৎপর্যপূর্ণ সন্দেহের অবকাশ নাই।

গত বৎসরের পরিচালনগত ফলাফলের সাথে চলতি বৎসরের ব্যবধানঃ

গত বৎসরের পরিচালনগত ফলাফলের সাথে চলতি বৎসরের নিম্নোক্ত ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়-

- বিক্রয় আয় গত বছরের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে যার কারণ হচ্ছে-
  - বিক্রয় হ্রাস
  - চাহিদা হ্রাস
- মোট মুনাফা অনুপাত গত বছরের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে
  - বিক্রয় হ্রাস
  - পরিচালনা ও বিজ্ঞাপন ব্যয় হ্রাস।

চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণাঃ

কোম্পানীর পরিচালকবৃন্দ মতামত পোষন করেন যে, অত্র প্রতিষ্ঠানের অদুর ভবিষ্যতে ব্যবসা পরিচালনা করার মত পর্যাপ্ত সক্ষমতা রয়েছে। বর্তমানের আর্থিক মন্দা ও পেনডেমিক কোভিড-১৯ একটি বিচ্ছিন্ন অবস্থা, যাহা অত্যন্ত সাময়িক ব্যাপার। এছাড়া এমন কোন কারণ পরিলক্ষিত হয়নি যার কারণে অদুর ভবিষ্যতে ব্যবসা বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

বার্ষিক প্রতিবেদনের হিসাবের নোট নং ২.৭ এ কোম্পানীর চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী পাঁচ বৎসরের মূখ্য পরিচালন এবং অর্থনৈতিক উপাত্তের তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হলঃ

বিবরণ	২০১৯-২০২০	২০১৮-২০১৯	২০১৭-২০১৮	২০১৬-২০১৭	২০১৬ (পূণ:নির্ধারিত)
টার্ণ ওভার	৩৩১,৭৭১,৫৪৩	৫৪৮,৩১৩,৩৮৮	৫৮৭,৪৯২,৩১৫	৫২২,৪২৮,০৩০	৩৬৮,০১১,৪৩৮
মোট মুনাফা/(ক্ষতি)	(১৩,৮১২,০৪০)	১৩১,৪৬৫,৭৪৭	৯৮,১৪৭,৩০৩	৯১,৪২০,৮৯৪	৫৪,০৭৫,১৫০
কর পূর্ববর্তী নীট মুনাফা/(ক্ষতি)	(১৫০,০৪৩,৩০১)	(১১,০৩০,৭১৫)	১৬,৮৬০,৮১২	১৪,৩২৯,৪৬৪	৮,৫৪০,৯৫১
কর পরবর্তী নীট মুনাফা/(ক্ষতি)	(১৭০,৫১২,০৪৬)	(১৪,৫৪৭,৯৬৩)	১২,১৯৬,৭২৬	১১,১০২,৯৬১	৭,৩৪৯,৫৫৩
মোট মুনাফা অনুপাত	-৪.১৬%	২৩.৯৮%	১৬.৭০%	১৭.৪৯%	১৪.৬৯%
নীট মুনাফা অনুপাত	-৫১.৩৯%	-২.৬৫%	২.১%	২.১৩%	২.০০%
বিক্রিত পণ্যের ব্যয় অনুপাত	-১০৪.১৬%	৭৬.০২%	৮৩.৩%	৮২.৫১%	৮৫.৩১%
শেয়ার প্রতি অর্জন	(৫.৬৯)	-০.৪৯	০.৪২	০.৩৮	০.২৬

বোর্ড সভাঃ

২০১৯-২০২০ইং সনে সর্বমোট ৯(নয়)টি বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হয়।

২০১৯-২০২০ইং সনে অনুষ্ঠিত বোর্ড সভা এবং পরিচারকবৃন্দের উপস্থিতির তালিকা নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	পরিচালকের নাম	পদবী অনুষ্ঠিত	বোর্ড সভা	উপস্থিতি
০১	জনাব এস,এ, কে,এম, সেলিম	চেয়ারম্যান	৯	৯
০২	জনাব এস,এ,বি,এম, হুমায়ুন	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	৯	৯
০৩	জনাব সৈয়দ সাকেব আহমেদ	পরিচালক	৯	৯
০৪	জনাবা সৈয়দা মোমেনা বেগম	পরিচালক	৯	৭
০৫	জনাব মোহাম্মদ মোফাচ্ছেল আলী	স্বতন্ত্র পরিচালক	৯	৮

শেয়ারহোল্ডিং সংক্রান্ত বিবরণঃ

নাম অনুসারে বিবরণ			শেয়ার সংখ্যা
ক) প্যারেন্ট/ সাবসিডিয়ারী/এসোসিয়েটেড কোম্পানী এবং অন্যান্য সম্পর্কিত পার্টি সমূহ:			
খ) পরিচালকবৃন্দ:			
জনাব এস, এ, বি, এম, হুমায়ুন	-	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	২৪,২৬,৬৪৩
জনাব এস, এ, কে, এম, সেলিম	-	পরিচালক	২৮,৫৩,২৬৮
জনাব সৈয়দ সাকেব আহমেদ	-	পরিচালক	৮,৭৯,৮৩৮
জনাবা সৈয়দা মোমেনা বেগম	-	পরিচালক	৬,৫০,৮৩৯
গ) প্রধান অর্থ কর্মকর্তা, কোম্পানী সচিব ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা প্রধান:	-		
ঘ) নির্বাহীবৃন্দ:	-		
ঙ) কোম্পানীতে ১০(দশ) শতাংশ অথবা তার চেয়ে বেশী ভোটের অধিকারী শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ: -			

পরিচালক নির্বাচনঃ

কোম্পানীর পরিচালক জনাব এস,এ,বি,এম, হুমায়ুন এবং পরিচালক জনাব এস, এ, কে, এম, সেলিম সংঘবিধির ১১০ ধারা অনুযায়ী অবসর গ্রহন করেছেন। পরিচালকবৃন্দ স্বপদে পুন:নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য বিধায় পুনরায় নিয়োগ লাভের ইচ্ছা পোষণ করেছেন। উপরে বর্ণিত পরিচালকবৃন্দের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত ও তথ্যাদি বিএসইসির নোটিফিকেশন অনুযায়ী নিম্নে বিবৃত হল:

জনাব এস, এ, বি, এম, হুমায়ুনঃ

জনাব এস,এ,বি,এম, হুমায়ুন বি,এসসি, ইঞ্জিনিয়ারিং (মেকানিক্যাল) ডিগ্রী প্রাপ্ত এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রশিক্ষন প্রাপ্ত একজন দক্ষ প্রকৌশলী হিসেবে সুপরিচিত। তিনি ইনষ্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ এর আজীবন ফেলো। তিনি সফকো স্পিনিং মিলস্ লিঃ এবং সায়হাম জুট মিলস্ লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে অধিষ্ঠিত আছেন। তিনি শিল্প পরিকল্পনা, স্থাপনা ও পরিচালনা এবং ব্যবসা ও মার্কেটিং ক্ষেত্রে ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী। তিনি শিল্প খাতে বিভিন্ন পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও কর্মক্রমে ৩৫ বছরের অভিজ্ঞতায় নিজেকে সমৃদ্ধ করেছেন। তিনি ১৯৮২ সাল থেকে সায়হাম গ্রুপের বিভিন্ন শিল্প কারখানার স্থাপনার সাথে জড়িত এবং ঐ গ্রুপের বিভিন্ন প্রজেক্ট বাস্তবায়নের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বসমূহ পালন করে আসছেন। তিনি এলাকার বিভিন্ন স্কুল, কলেজ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা এবং বিভিন্ন জনকল্যানমূলক কাজের সাথে সম্পৃক্ত আছেন। কার্যউপলক্ষে তিনি এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকা মহাদেশের বহুদেশ ভ্রমন করেছেন।

জনাব এস, এ, কে, এম, সেলিমঃ

জনাব এস, এ, কে, এম, সেলিম ইউ, কে, থেকে কষ্ট একাউন্টিং ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি সফকো স্পিনিং মিলস্ লিঃ এর চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত আছেন। তিনি শিল্প ও ব্যবসা খাত সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী। তিনি ইউ, কে, এবং ইউ, এস, এ, উভয় দেশ থেকে ব্যাপক ব্যবসায়িক জ্ঞান অর্জন করেছেন। তিনি বিভিন্ন সমাজকল্যানমূলক প্রতিষ্ঠান ও জনকল্যান কাজে জড়িত আছেন।

A Management's Discussion and alalysis signed by CEO or MD presenting detailed analysis of the company's position and operations along with a brief discussion of changes in the financial statements, among others, focusing on:

Particulars	June 30, 2020	June 30, 2019
Gross Profit Margin	(4.16)	23.98%
Operating Profit Margin	(10.78)	19.34%
Net Profit Margin	(51.39)	-2.65%
Return on asset	(0.02)	-0.91%
Return on Equity	(26.84)	-2.81%
Earning per Share	(5.69)	-0.49

Particulars	June 30, 2020 (12 Months)	June 30, 2019 (12 Months)
Revenues	331,771,543	548,313,388
Changes in Percentage	(39)	-6.67%
Cost of Goods Sold	(345,583,583)	416,847,641
Changes in Percentage	(17)	-14.82%
Operating Expenses	(22,751,890)	28,046,182
Changes in Percentage	(19)	115.03%
Net Profit after Tax	(170,512,046)	(14,547,063)
Changes in Percentage	(1,072.07)	-219.28%

(ক) আর্থিক বিবৃতি প্রস্তুত করার জন্য একাউন্টিং নীতি এবং মূল্যায়ন।

একাউন্টিং নীতি এবং আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুতিতে পূর্ববর্তী বৎসরের সাথে কোন পরিবর্তন নাই।

(খ) একাউন্টিং নীতি এবং প্রাক্কলন পরিবর্তন, যদি থাকে তবে, আর্থিক কর্মক্ষমতা বা ফলাফল এবং আর্থিক অবস্থানের প্রভাব এবং সেই পরিবর্তনের জন্য সম্পূর্ণ চিত্রের মধ্যে নগদ প্রবাহ সম্পর্কে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা;

নীতি এবং প্রাক্কলন সম্পর্কিত কোনও পরিবর্তন নেই, যার ফলে কর্মক্ষমতা এবং নগদ প্রবাহের উপর কোন প্রভাব নেই।

(গ) আর্থিক কর্মক্ষমতা বা ফলাফল এবং আর্থিক অবস্থানের সাথে তুলনামূলক বিশ্লেষণ (মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব সহ) এবং বর্তমান আর্থিক বছরের জন্য নগদ প্রবাহ তাৎক্ষনিক পূর্ববর্তী পাঁচ বছরের সাথে তার কারণ ব্যাখ্যা করা।

Revenue and Result from Operation:

Particulars	2019-2020 (12 Months)	2018-2019 (12 Months)	2017-2018 (12 Months)	2016-2017 (12 Months)	2015-2016 (18 Months)
Sales Revenue	331,771,543	548,313,388	587,492,315	522,428,030	515,600,017
Gross Profit	(13,812,040)	131,465,747	98,147,303	91,420,894	85,566,486
Operating Profit	(35,757,502)	(106,064,576)	93,573,398	79,287,246	69,100,046
Net Profit Before Tax	(150,043,301)	(11,030,715)	16,860,812	17,986,460	24,558,299
Net Profit after Tax	(170,512,046)	(14,547,963)	12,196,726	11,102,961	18,603,055

Statement of Financial Position:

Particulars	June 30, 2020	June 30, 2019	June 30, 2018	June 30, 2017	June 30, 2016
Non-Current Asset	1,406,516,545	1100,041,935	1029,389,858	775,242,016	738,013,085
Total Current Asset	565,352,360	555,812,168	512,832,122	492,517,789	352,152,453
Total Asset	1,971,868,905	1655,907,101	1542,222,030	1276,759,805	1090,165,538
Shareholders' Equity	635,265,823	516,480,711	529,840,386	517,643,660	506,540,699
Non-current Liability	1,054,434,952	753,610,117	452,826,254	442,766,804	408,296,052
Current Liability	282,168,130	385,816,273	559,580,390	307,349,341	175,328,787
Total Liability	1,971,868,905	1655,907,101	1542,222,030	1267,759,805	1090,165,538

Changes in Cash Flows:

Particulars	2019-2020 (12 Months)	2018-2019 (12 Months)	2017-2018 (12 Months)	2016-2017 (12 Months)	2015-2016 (18 Months)
Net Cash Flows from Operating Activities	(44,039,715)	68,718,420	98,957,717	58,597,652	82,995,920
Net Cash Flows or used in Investing Activities	(9,844,379)	(233,818,896)	(178,689,437)	(156,221,864)	(264,372,417)
Net Cash Flows or used in Financing Activities	46,952,265	163,923,541	73,390,371	96,766,187	198,666,451

বিক্রয় রাজস্ব পরিবর্তনের কারনঃ

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বিক্রয় রাজস্ব আয় হ্রাস পেয়েছে। টেক্সটাইল সেক্টরে নাজুক পরিস্থিতির এবং কোভিড-১৯ এর কারনে উৎপাদিত পণ্যের চাহিদার হ্রাস পাওয়ায় কোম্পানীর পণ্যের বিক্রয় ধারাবাহিকভাবে হ্রাস পয়েছে।

রাজস্ব খরচ পরিবর্তনের কারণঃ

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে রাজস্ব খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৯-২০২০ সালে আয় হ্রাস পেয়েছে পক্ষান্তরে রাজস্ব খরচ তুলনামূলক বেড়েছে।

নীট মুনাফা পরিবর্তনের কারণঃ

গত অর্থ বছরের তুলনায় এ অর্থ বছরে নীট মুনাফা হ্রাস পেয়েছে। গত বছরের তুলনায় এ বছর বিক্রয় হ্রাস এবং অন্যান্য আয় হ্রাস পাওয়ায় নীট মুনাফার হার ও হ্রাস পেয়েছে।

(ঘ) আর্থিক কর্মক্ষমতা বা ফলাফল এবং আর্থিক অবস্থান এবং সহকর্মী শিল্পের সঙ্গে নগদ প্রবাহ তুলনা:

কোনও শিল্প তথ্য পাওয়া যায় না যার সঙ্গে আমরা তুলনা করতে পারি।

(ঙ) দেশ এবং পৃথিবীর অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে ব্যাখ্যা করুন:

বাংলাদেশের জিডিপি বৃদ্ধির হার গত ০৫ বছরে ৬% ছাড়িয়ে গেছে। বাংলাদেশ বর্তমানে উন্নয়নশীল দেশে পরিনত হয়েছে এবং ২০২৪ সাল নাগাদ বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিনত হওয়ার পথে চলেছে। এই ধরনের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সাথে সাথে বস্ত্র খাতের চাহিদাও বৃদ্ধি পাবে।

(চ) আর্থিক বিবৃতি সম্পর্কিত ঝুঁকি ও উদ্বেগ, ঝুঁকি ও উদ্বেগ হ্রাসের কোম্পানীর পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করা:

কাঁচামাল ঝুকি ও ব্যবস্থাপনার উপলব্ধিঃ

সফ্‌কো স্পিনিং মিল একটি সুতা উৎপাদনকারী মিল এবং মিলের উৎপাদন সরাসরি আমদানীকৃত কাঁচামাল তুলা ও পলিয়েষ্টার ফাইবার এর উপর নির্ভরশীল। তুলা ও পলিয়েষ্টার ফাইবার উভয়ই আমদানীতব্য কাঁচামাল বিধায় এর মূল্য আন্তর্জাতিকবাজারে যেকোন সময় পরিবর্তনশীল। সেহেতু মিলের লাভ-লোকসান আমদানীকৃত কাঁচামালের মূল্য তারতম্যের কারনে কিছুটা সর্বদা ঝুকি ও অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকে।

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ সবসময় আন্তর্জাতিক কাঁচামাল এর বাজার সম্পর্কে সচেতন। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বিশ্বাস করে যে কাঁচামালের জন্য দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা করা, আন্তর্জাতিক বাজারে অনুসন্ধান করা সহ বিভিন্ন সরবরাহকারীদের সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রাখলে এবং যথা সময়ে কাঁচামাল ক্রয় করলে কাঁচামালের খরচ বাড়ানোর ঝুকি কমিয়ে দিতে পারে।

শ্রম অস্থিরতা ও ব্যবস্থাপনার উপলব্ধিঃ

সফ্‌কো স্পিনিং কর্তৃপক্ষ সর্বদা কোম্পানীর শ্রমিক ও কর্মচারীদের কল্যানের দিকে লক্ষ্য রেখে আসছে। মিলে শ্রমিক মালিক সু সম্পর্ক ও সুন্দর পরিবেশ বজায় আছে। কর্মচারী প্রশিক্ষনের মাধ্যমে উন্নত ও দক্ষ শ্রমিক গড়ে তোলার দিকে কর্তৃপক্ষ সর্বদা গুরুত্ব দিয়ে আসছে। কর্মকর্তা, কর্মচারী, এবং শ্রমিক যাতে সুষ্ঠভাবে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে, সু-চিকিৎসার সুযোগ পায় সেদিকে কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ দৃষ্টি রেখে আসছে। এতে শ্রমিকের মধ্যে শ্রম অস্থিরতার ঝুকি হ্রাস করে।

সুদের হার ঝুকি ও ব্যবস্থাপনা উপলব্ধিঃ

কোম্পানী বিভিন্ন ব্যাংকগুলো থেকে দীর্ঘ এবং স্বল্প মেয়াদী ঋণ রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে স্বল্প মেয়াদী ব্যাংক ঋণের সুদের হার বর্ধিত হতে পারে। যদি বিদ্যমান ব্যাংক ঋণের সুদের হার বর্তমান স্তর থেকে বৃদ্ধি পায় তবে নগদ প্রবাহ এবং লাভজনকতা বাধাগ্রস্থ হবে।

কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা সর্বদা কোম্পানীর সর্বোত্তম মূলধন কাঠামো বজায় রাখার জন্য তার অর্থ পরিচালনার উপর জোর দেয় যাতে মূলধনের খরচ সর্ব নিম্ন থাকে।

ছ) কোম্পানীর অপারেশন কর্মক্ষমতা এবং আর্থিক অবস্থানের জন্য ভবিষ্যত পরিকল্পনা বা অভিক্ষেপ বা পূর্বাভাস, যা যথাযথভাবে আসন্ন এজিএম এ শেয়ারহোল্ডারদের প্রকৃত অবস্থা ব্যাখ্যা করা হবে:

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

সফ্‌কো স্পিনিং মিলের দীর্ঘ দিনের পুরানো মেশিনগুলোর পরিবর্তন করে অনেক নুতন মেশিন প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। উৎপাদন কাংখিত লক্ষ্যে পৌছার জন্য একাজ চালু রাখা হয়েছে এবং আগামী বছরগুলিতেও কিছু নুতন যন্ত্রপাতির প্রতিস্থাপন কাজ চলবে এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা সু-সংহত করা হবে। নুতন মেশিনের সংযোজন ও বাকী মেশিনের বিএমআরই কাজগুলো শেষ হওয়ার ফলে মিলের উল্লেখযোগ্য উন্নতি ও উৎপাদন বাড়বে বলে বিশ্বাস করি এবং ভবিষ্যতে মিল ভাল মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়।

অডিট কমিটিঃ

কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদের একটি উপ কমিটি হিসাবে পুনঃগঠিত অডিট কমিটির বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

জনাব মোহাম্মদ মোফাচ্ছেল আলী	-	স্বতন্ত্র পরিচালক	:	চেয়ারম্যান
জনাব সৈয়দ সাকেব আহমেদ	-	পরিচালক	:	সদস্য
জনাবা সৈয়দা মোমেনা বেগম	-	পরিচালক	:	সদস্য

অডিট কমিটির প্রতিবেদনঃ

অডিট কমিটি বছরব্যাপী স্বীয় অডিট কার্যক্রমে একটা অনিয়মের সন্ধান পান নাই মর্মে পরিচালনা পর্ষদের নিকট প্রতিবেদন পেশ করেছেন। অডিট কমিটির রিপোর্ট অত্র প্রতিবেদনের এ সংযুক্ত করা হয়েছে।

নিরীক্ষক নিয়োগঃ

কোম্পানীর বর্তমান নিরীক্ষক হিসেবে মেসার্স রহমান মোস্তফা আলম এন্ড কোং, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস অত্র সভায় নির্দিষ্ট মেয়াদ উত্তীর্ণ করেছেন। ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ (লিষ্টিং) রেগুলেশন, ২০১৫ইং অনুযায়ী যোগ্য বিধায় মেসার্স রহমান মোস্তফা আলম এন্ড কোং, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস নিরীক্ষক হিসেবে ২০২০-২০২১ইং অর্থ বছরের জন্য পুন:নিয়োগ লাভের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

কর্পোরেট গভার্নেন্স কমপ্লায়েন্স প্রতিবেদনঃ

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নোটিফিকেশন অনুযায়ী ৬ নং ধারা অনুসারে সিইও এবং সিএফও কর্তৃক প্রত্যায়ন পত্র, ৭(১) ধারা অনুসারে প্রফেশনাল একাউন্ট্যান্ট কর্তৃক প্রত্যায়ন পত্র এবং ৭(২) ধারা অনুসারে কর্পোরেট গভার্নেন্স প্রতিপালন প্রতিবেদন যথাক্রমে সংযুক্তি A,B এবং C এর মধ্যে বর্ণনা/প্রকাশ করা হলো।

কর্পোরেট গভার্নেন্স কোড কমপ্লায়েন্স সার্টিফিকেটের প্রফেশনাল একাউন্ট্যান্ট নিয়োগঃ

মেসার্স এম জেড ইসলাম এন্ড কোং, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস অত্র সভায় নির্দিষ্ট মেয়াদ উত্তীর্ণ করেছেন। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নোটিফিকেশন অনুযায়ী ৯ নং ধারা অনুসারে প্রফেশনাল একাউন্ট্যান্ট কর্তৃক প্রত্যয়ন পত্রের ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের জন্য মেসার্স এম জেড ইসলাম এন্ড কোং, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস পুন:নিয়োগ লাভের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

ব্যবস্থাপনা শ্রমিক সম্পর্কঃ

মিল কারখানায় সুষ্ঠ উৎপাদনের স্বার্থে শ্রমিক মালিক সু-সম্পর্ক ও সুন্দর পরিবেশ বিরাজমান রাখা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সফকো স্পিনিং মিলস্ লিঃ কর্তৃপক্ষ সর্বদা কোম্পানীর শ্রমিক ও কর্মচারীদের কল্যানের দিকে লক্ষ্য রেখে আসছে। শ্রমিক ও কর্মচারীদের সুস্বাস্থ্যের প্রতি ও কল্যানমূলক কাজে কোম্পানী সবসময়ই প্রাধান্য দিয়ে আসছেন। বিশেষ করে পেনডেমিক কোভিড-১৯ এর সময় কালে বিশেষ স্বাস্থ্য সুরক্ষা ব্যবস্থা ও সু-স্বাস্থ্য রক্ষা নিশ্চিত করনের দিকে কর্তৃপক্ষ বিশেষ খেয়াল রেখেছেন। কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং শ্রমিকগন যাতে সুষ্ঠভাবে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে, সুচিকিৎসার সুযোগ পায় সেদিকে কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ দৃষ্টি রেখে আসছে। দ্রব্যমূল্য বিবেচনা করে চলতি আর্থিক বৎসরে বেতন ভাতাদি পর্যাপ্ত পরিমানে বৃদ্ধি করা হয়েছে। এছাড়া কোম্পানীর শ্রমিক কর্মচারীদের চিকিৎসা ও সামাজিক কারন ও সন্তানদের লেখাপড়ার ব্যাপারে ক্ষেত্র বিশেষে কোম্পানী আর্থিক সহায়তা দান অব্যাহত রেখেছে। শ্রমিক, কর্মচারীদের বিনোদনের জন্য কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে আসছে। মিলে বর্তমানে ব্যবস্থাপনা ও শ্রমিকদের মাঝে সুসম্পর্ক বজায় থাকার কারনে উৎপাদনের সুষ্ঠ পরিবেশ বিরাজমান আছে।

সামাজিক দায়বদ্ধতা ও কার্যক্রমঃ

সফকো স্পিনিং মিলস্ লিঃ কর্তৃপক্ষ সামাজিক দায়িত্ব হিসাবে এই এলাকার স্থানীয় আর্থ সামাজিক উন্নয়নের দিকে সর্বদা লক্ষ্য রেখে আসছে। এলাকার জনগণের বিভিন্ন অসুবিধায় কিংবা দুর্যোগে সহযোগিতা ছাড়াও এলাকার বিভিন্ন কল্যাণমূলক কাজে মিল কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন মত আর্থিক সহযোগিতা দান করে থাকেন। এলাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আর্থিক অনুদান এবং ছাত্র বৃত্তি সহ বিভিন্ন সমাজকল্যানমূলক কাজে কোম্পানী সহযোগিতা করে আসছে।

উপসংহারঃ

সফকো স্পিনিং মিলস্ লিঃ এর পরিচালনা ও বিভিন্ন কর্মকান্ডে বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে সাহায্য ও সহযোগীতা করার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন- ব্যাংক এশিয়া লিঃ, প্রিমিয়ার ব্যাংক লিঃ, ডাচ বাংলা ব্যাংক লিঃ, পূবালী ব্যাংক লিঃ, জনতা ব্যাংক লিঃ সহ বিভিন্ন ব্যাংক সমূহ সরকারী ও বেসরকারী দপ্তর সমূহ বিশেষ করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন,ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ ও চট্টগ্রাম ষ্টক এক্সচেঞ্জ, বিনিয়োগ বোর্ড,কাষ্টমস ও ভ্যাট কর্তৃপক্ষ, হবিগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমস লিঃ, পরিবেশ অধিদপ্তর, শ্রম দপ্তর, ফায়ার ব্রিগেড, গ্রীণ ডেল্টা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিঃ, স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও স্থানীয় সিভিল ও পুলিশ প্রশাসন ও স্থানীয় জনগন সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদ আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন। পর্ষদ বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছেন কোম্পানীর সর্বস্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকবৃন্দকে যাদের অকান্ত পরিশ্রম ও নিষ্ঠার জন্য কোভিড-১৯ সহ বিভিন্ন প্রতিকুল পরিস্থিতি মোকাবেলা করেও কোম্পানী তার কার্যক্রম সন্তোষজনকভাবে চালিয়ে যাচ্ছে।

বিশেষভাবে সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দের আন্তরিক সহযোগিতা, সমর্থন, মূল্যবান পরামর্শ প্রদান এর জন্য পরিচালনা পর্ষদ তাদেরকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছেন। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্তায়ালার কাছে আগামী বছরগুলোতে কোম্পানীর উত্তরোত্তর উন্নতি ও সমৃদ্ধি কামনা করে এবং আপনাদের সু-স্বাস্থ্য উপস্থাপিত প্রতিবেদন সমাপ্ত করছি। আল্লাহ্ আমাদের মঙ্গল করুন।

পরিচালকমন্ডলীর পক্ষে
এস, এ, বি, এম, হুমায়ুন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

তারিখ:
ঢাকা ২৮ অক্টোবর, ২০২০ইং